হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ২৬৭৫/ ২০১৫

মোঃ ইলিয়াস আলী

------ সাজাপ্রাপ্ত-আপিলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র এবং অন্য

------ রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ।

এ্যাডভোকেট মোঃ রাশেদুজ্জামান বসুনিয়া

------ সাজাপ্রাপ্ত-আপিলকারীপক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ জিসান মাহমুদ সংগে

এ্যাডভোকেট তাসনুভা কায়সার

------ ১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

------ রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ০৯.১১.২০২২, ১০.১১.২০২২ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২৭.১১.২০২২।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

জনাব মাহমুদুল কবীর বিজ্ঞ দায়রা জজ, নীলফামারী কর্তৃক এস,সি নং ৫/২০১৪ [সি. আর নং- ১২৭/২০১৩ (ডোমার), হতে উদ্ভুদ]-এ The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্তক্রমে আসামী-আপীলকারীকে ১(এক) বৎসরের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং চেকে বর্ণিত ৪৫,৮১৯/- টাকা পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করার বিগত ইংরেজী ১৮.১১.২০১৪ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪১০ ধারার বিধান মোতাবেক অত্র আপীল।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব রাশেদুজ্জামান বসুনিয়া বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে ১নং প্রতিপক্ষ ব্রাক মাইক্রোফাইন্যান্স পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ জিসান মাহমুদ বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ আমলী আদালত নং- ০৩, ডোমার, নীলফামারী আদালতে দাখিলকৃত সি. আর. ১২৭/২০১৩ (DO) এর আরজি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

মোকামঃ বিজ্ঞ আমলী আদালত নং- ০৩, ডোমার, নীলফামারী

সি. আর. ১২৭/২০১৩ (DO)

১। *ব্রাক বিডিপি, চিলাহাটি শাখা পক্ষে- মোঃ খায়রুল বাশার, পিও (প্রগতি), ব্রাক মাইক্রোফাইন্যান্স, চিলাহাটি, ডোমার, নীলফামারী।*

-------- বাদী।

-বনাম-

১। *মোঃ ইলিয়াস আলী (৪৫), পিতা- মোঃ কুরবান আলী, সাং- নিজ ভোগডাবুরী, ডাকঘর- চিলাহাটি, থানা- ডোমার, জেলা- নীলফামারী।*

------- আসামী।

সাক্ষীঃ

১। ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লিঃ, চিলাহাটি শাখা, ডোমার, নীলফামারী।

পাওনা টাকার পরিমানঃ ৪৫,৮১৯/- টাকা।

চেক প্রদানের তারিখঃ ১৬.০৫.২০১৩ ইং।

চেক ডিসঅনারের তারিখঃ ১৭.০৯.২০১৩ ইং।

নোটিশ প্রদানের তারিখঃ ০২.১০.২০১৩ ইং।

নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ ০৮.১০.২০১৩ ইং।

ঘটনাস্থলঃ- *সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, চিলাহাটি শাখা, ডোমার, নীলফামারী।*

ধারাঃ *-নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্টের (সংশোধনী/০৬) এর ১৩৮ ধারা।*

উপরোক্ত বাদী নিম্নরুপ বর্ণনা করিলেনঃ-

১। *বাদী ব্রাক বিডিপি চিলাহাটি শাখার পি. ও (প্রগতি) বটে। আসামী তাহার ব্যবসার প্রয়োজনে বাদীর সংস্থা ব্রাক, চিলাহাটি শাখা, ডোমার, নীলফামারী হইতে গত ১১.০৬.২০১২ ইং তারিখে ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।*

২। *কিন্তু আসামী শর্ত মোতাবেক বাদীর সংস্থার প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ না করিলে হিসাব নিকাশ অন্তে আসামীর নিকট পাওয়া দাড়ায় ৪৫,৮১৯/- (পয়তাল্লিশ হাজার আটশত উনিশ) টাকা।*

৩। *অতঃপর অনেক তলব তাগাদার পর আসামী বাদীর সংস্থার পাওনা ৪৫,৮১৯/-*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(পয়তাল্লিশ হাজার আটশত উনিশ) টাকা পরিশোধার্থে গত ১৬.০৫.২০১৩ ইং তারিখে তাহার স্বাক্ষরিত একটি চেক বাদীর সংস্থার বরাবরে প্রদান করেন। যাহার চেক নং- গগ/১০নং-০৫৬২৯৩৫, সঞ্চয়ী হিসাব নং- ৬০৪৭/৪৫, টাকার পরিমান ৪৫,৮১৯/- (পয়তাল্লিশ হাজার আটশত উনিশ) টাকা যাহার ব্যাংক সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, চিলাহাটি শাখা, নীলফামারী। ৪। *বাদী আসামীর উক্ত প্রদত্ত চেকটি ৪৫,৮১৯/- (পয়তাল্লিশ হাজার আটশত উনিশ) টাকা নগদায়নের জন্য সোনালী ব্যাংক লিঃ, চিলাহাটি শাখা, নীলফামারীতে জমা প্রদান করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক গত ১৭.০৯.২০১৩ ইং তারিখে একটি ডিসঅনার স্মারক লিপি সহ চেকটি বাদীপক্ষের বরাবরে ফেরত প্রদান করিলে বাদীপক্ষ আসামীর উক্ত চেকের প্রদত্ত অর্থ নগদায়নের ব্যর্থ হন।* ৫। *অতঃপর বাদী আসামীকে ৩০ দিনের সময় প্রদানে উক্ত চেকের অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকিবেন মর্মে গত ০২.১০.২০১৩ ইং তারিখে অত্র আইনের ১৩৮(১) এর প্রভিসিও "বি" ধারা মতে Registered with AD মর্মে আসামীর বরাবরে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করিলে আসামী উক্ত লিগ্যাল নোটিশ গত ০৮.১০.২০১৩ ইং তারিখে প্রাপ্তির পরও বাদী পাওনা উক্ত অর্থ পরিশোধ করেন নাই।* ৬। *আসামী বাদীর সংস্থাকে ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য প্রতারনার মাধ্যমে তাহার প্রদত্ত চেকের ৪৫,৮১৯/- (পয়তাল্লিশ হাজার আটশত উনিশ) টাকা বর্ণিত ব্যাংক তাহার হিসাব নম্বরে না রাখিয়া বাদীর সংস্থাকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে উক্ত চেক প্রদান করিয়া উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পরেও বাদী সংস্থার পাওনা অর্থ পরিশোধ না করিয়া অত্র আইনের বর্ণিত ধারায় দন্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন।* ৭। *অত্রসহ আসামীর প্রদত্ত চেক, ডিসঅনার স্লিপ, লিগ্যাল নোটিশের কপি, ডাক রশিদ ও প্রাপ্তি স্বীকারপত্র পৃথক ফিরিস্তি যোগে দাখিল করা হইল।* *অতএব, দয়া প্রকাশে আসামী বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করতঃ বিচার ক্রমে আসামীকে দন্ড প্রদান করতঃ এবং বর্ণিত চেকের তিনগুন অর্থ দন্ড করিয়া দন্ডিত অর্থ বাদীকে প্রদানের আদেশ দানে সুবিচার করিতে মর্জি হয়।* *নিবেদন ইতি* *তাং- ১২.১১.২০১৩ ইং।* **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বাদী মোঃ খায়রুল বাসার এর সাক্ষ্য ও জেরা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ**

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পি, ডাব্লিউ-১ **মোঃ খায়রুল বাসার** *আমি এই মামলার বাদী। আমি পি. ও (প্রগতি) হিসাবে ব্রাক মাইক্রো ফাইনান্স, চিলাহাটি, ডোমার, নীলফামারীতে কর্মরত আছি। আসামীর নামা মোঃ ইলিয়াস আলী। আসামী ১১.০৬.২০১২ ইং তারিখে আমাদের সংস্থা হইতে ৮০,০০০/- টাকা ঋণ নেয়। ঋণ নেয়ার পর আসামী কিছু টাকা পরিশোধ করে এবং আসামীর নিকট সংস্থা ৪৫,৮১৯/- টাকা পাওনা থকে। উক্ত টাকা পরিশোধের নিমিত্তে আসামী বিগত ১৬.০৫.২০১৩ ইং তারিখে সংস্থা বরাবরে একটি চেক প্রদান করিলে উক্ত চেক নগদায়নের জন্য সোনালী ব্যাংক চিলাহাটি, ডোমার শাখায় জামা দেওয়া হয়। কিন্তু আসামীর একাউন্টে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় ১৭.০৬.২০১৩ ইং তারিখে উক্ত চেক ডিজঅনার হয় এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষ Dishonour Slim মূলে চেকটি আমাদের ফেরৎ দেন। অতঃপর ০২.১০.২০১৩ ইং তারিখে আমাদের সংস্থা আসামীর বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে একটি Legal নোটিশ প্রেরণ করে। আসামী উক্ত Legal Notice গত ০৮.১০.২০১৩ ইং তারিখে প্রাপ্ত হওয়ার পর আমাদের সংস্থার পাওনা টাকা পরিশোধ না করায় আমি বাদী হইয়া সংস্থার পক্ষে গত ১২.১১.২০১৩ ইং তারিখের অত্র মামলা দায়ের করি। ইহাই আমার দায়েরী গত ১২.১১.২০১৩ ইং তারিখের নালিশী দরখাস্ত প্রদর্শনী- ১ এবং নালিশী দরখাস্তের দুইটি পাতায় প্রদত্ত ইহাই আমার দুইটি স্বাক্ষর প্রদর্শনী- ১/১, ১/২। ইহাই আসামীর প্রদত্ত বিগত ১৬.০৫.২০১৩ ইং তারিখের চেক প্রদর্শনী- ২ এবং হইাই সেই ১৭.০৯.২০১৩ ইং তারিখের Dishonour Slip প্রদর্শনী- ২/১। ইহাই আসামীর বরাবরে প্রেরিত বিগত ০২.১০.২০১৩ ইং তারিখের Legal Notice এর কপি প্রদর্শনী- ৩ এবং ইহাই সেই Legal Notice প্রেরণের ডাক রশিদ প্রদর্শনী- ৩/১ এবং ইহাই আসামী কর্তৃক Legal Notice প্রাপ্তি সংক্রান্তে ০৮.১০.২০১৩ ইং তারিখের acknowledgement প্রদর্শনী- ৩/২। আসামী ডকে উপস্থিত আছে। আমাদের সংস্থার তথা আমি আমার নালিশী দরখাস্তের প্রতিকার দাবী করি। ইহাই আমার জবানবন্দি।* ***XXX*** *আসামী নিয়মিতভাবে টাকা পরিশোধ করে নাই। আসামী সব টাকা পরিশোধ করিলে আমাদের কোন অভিযোগ থাকিবে না।* *স্বা/- অস্পষ্ট* *২৫.০৮.২০১৪* *দায়রা জজ, নীলফামারী।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ৪৩ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ "***43. Negotiable instrument made, etc., without consideration-*** *A negotiable instrument made, drawn, accepted, indorsed or transferred without consideration, or for a consideration which fails, creates no obligation of payment between the parties to the transaction. But if any such party has transferred the instrument with or without indorsement to a holder for consideration, such holder, and every subsequent holder deriving title from him, may recover the amount due on such instrument from the transferor for consideration or any prior party thereto.* *Exception I- No party for whose accommodation a negotiable instrument has been made, drawn, accepted or indorsed can, if he have paid the amount thereof, recover thereon such amount from any person who became a party to such instrument for his accommodation.* *Exception II- No party to the instrument who has induced any other party to make, draw, accept, indorse or transfer the same to him for a consideration which he has failed to pay or perform in full shall recover thereon an amount exceeding the value of the consideration (if any) which he has actually paid or performed.* " ***উপরিল্লিখিত ধারা ৪৩ পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, পণ ছাড়া তথা বিনিময় (consideration) ছাড়া প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত, সম্মতিকৃত, স্বত্বার্পিত (endorsement) বিনিময়যোগ্য দলিল বা চেক পক্ষগণের মধ্যে কোন দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি করেনা। তথা এরূপ চেক দিয়ে***

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারায় মোকদ্দমা দায়ের করা যায়না। ***এককথায় কোন চেক, চেক প্রদানকারী কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত হলেও সেই চেকটি চেক হিসেবে গণ্য করা হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত না সেই চেকটি প্রদানের বিনিময়ে চেক প্রদানকারী পণ বা বিনিময় বা প্রতিদান হিসেবে কোন কিছু প্রাপ্ত না হন।*** ***ধার, হাওলাত, ব্যবসার জন্য ঋণ প্রদান, উধার, কর্জ ইত্যাদি ঋণের অন্তর্ভূক্ত। উল্লেখিত প্রকার 'ঋণসমূহ' 'পণ' বা 'প্রতিদান' নয়। তেমনি ব্যবসার জন্য বিনিয়োগ, লাভের জন্য বিনিয়োগসহ যে কোন প্রকার বিনিয়োগ পণ বা প্রতিদান নয়।*** ***ঋণের জামানত হিসেবে কিংবা ব্যবসার বিনিয়োগকৃত টাকার জামানত হিসেবে গৃহীত চেক বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক নয়। ফলে ঋণের জামানত হিসেবে কিংবা ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত টাকার জামানত হিসেবে প্রাপ্ত/গৃহীত চেক দ্বারা The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ১৩৮ মোতাবেক মোকদ্দমা দায়ের বেআইনী এবং এখতিয়ার বহির্ভূত।*** ***ফৌজদারী আপীল নং ৯৬৩৫/২০১৮ মোকদ্দমার রায়ে বলা হয়েছে যে,*** "The Negotiable Instrument Act, 1881 ধারা ১১৮ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ ***"118. Presumptions as to negotiable instruments of consideration- Until the contrary is proved, the following presumptions shall be made:*** ***(a) That every negotiable instrument was made or drawn for consideration, and that every such instrument, when it has been accepted, indorsed, negotiated or transferred, was accepted, indorsed, negotiated or transferred for consideration.*** ***as to date;*** ***(b) that every negotiable instrument bearing a date was***

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		made or drawn on such date; ***as to time of acceptance;*** ***(c) That every accepted bill of exchange was accepted within a reasonable time after its date and before its maturity;*** ***as to time of transfer;*** ***(d) that every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity;*** ***as to order of indorsement;*** ***(e) that the indorsements appearing upon a negotiable instrument were made in the order in which they appear thereon;*** ***as to stamp;*** ***(f) that a lost promissory note, bill of exchange or cheque was duly stamped;*** ***(g) that the holder of a negotiable instrument is a holder in due course: provided that, where the instrument has been obtained from its lawful owner, or from any person in lawful custody thereof, by means of an offence or fraud, or has been obtained from the maker or acceptor by means of an offence or fraud, or for unlawful consideration, the burden of providing that the holder is a holder in due course lies upon him. ”*** *১১৮। বিনিময়যোগ্য দলিল সম্পর্কিত অনুমিতি ক) প্রতিদান সম্পর্কিত; খ) তারিখ সম্পর্কিত; গ) সম্মতির সময়; ঘ) হস্তান্তরের সময়; ঙ) স্বত্বার্পণের আদেশ; চ) ষ্ট্যাম্প সম্পর্কিত; ছ) ধারক, যথাবিহীত ধারক;।-* *ভিন্নকিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিনিময়যোগ্য দলিলের ক্ষেত্রে নিরূপ ধরিয়া লইতে হইবে যে-* *(ক) প্রত্যেকটি বিনিময়যোগ্য দলিল পণেরবিনিময়ে প্রস্তুত বা আদিষ্ট হয়; এবং উহা যখনসম্মতিদানকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা হস্তান্তরিত হয়, তখন পণের জন্যই সম্মতিদানকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা হস্তান্তরিত হয়;* *(খ) প্রতিটি বিনিময়যোগ্য দলিলে উলি- খিত তারিখেই প্রস্তুত বা আদেশকৃত হইয়াছে;* *(গ) প্রতিটি সম্মতিদানকৃত বিনিময় বিল উহাতে উলি- খিত তারিখের পর এবং পূর্ণতার পূর্বে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সম্মতিদানকৃত হইয়াছে;* *(ঘ) বিনিময়যোগ্য দলিলের প্রতিটি হস্তান্তর পূর্ণতার পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছে;* *(ঙ) প্রতিটি বিনিময়যোগ্য দলিলে যে ক্রম-স্বত্বার্পণ পরিদৃষ্ট হয়, উহা উক্ত ক্রমেই করা হইয়াছে;* *(চ) একটি হারানো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক যথাযথভাবে ষ্ট্যাম্পযুক্ত ছিল;*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

*(ছ) বিনিময়যোগ্য দলিলের ধারক একজন যথাবিহীত ধারক; তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে দলিলটি উহার বৈধ স্বত্বাধিকারীর কিংবা আইনগত হেফাজতকারীর নিকট হইতে, অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে (**Fraudulently**) অর্জিত হইবে, অথবা উহা প্রস্তুতকারী বা সম্মতিদাতার নিকট হইতে অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে বা বেআইনী পণের বিনিময়ে অর্জিত হইবে, সেইক্ষেত্রে দলিলের ধারক যে একজন যথবিহীত ধারক তাহা তাহাকেই প্রমাণ করিতে হইবে।*

আইন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত আইন-শব্দকোষের দ্বিতীয় সংস্করণে (মার্চ, ২০২০ তারিখে) Consideration এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

Consideration. *পণ, বিবেচনা, মূল্য, প্রতিলাভ বি. ১. চুক্তির একপক্ষের কোনো কাজ, বিরতি, বা অঙ্গীকার যাহার মূল্যে বা বিনিময়ে তিনি অপরপক্ষের অঙ্গীকার অর্জন করেন। দালিলিক চুক্তি ব্যতীত অন্যপ্রকার চুক্তির বৈধতার জন্য পণ আবশ্যক। পণ-ব্যতিরেকে বিনা দলিলে উপনীত কোনো সমঝোতা বাধ্যকর নহে, ইহা একটি নগ্ন সমঝোতা (**nudum pactum**) মাত্র যাহা ল্যাটিন **ex nudo pacto non oritur actio** (নগ্ন সমঝোতা হইতে কোনো মামলা করিবার অধিকার জন্মায় না) নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। **The Contract Act, 1872** এর ২(বি) ধারায় পণের নিম্নরূপ সংজ্ঞার্থ দেওয়া হইয়াছে; যখন অঙ্গীকারকারীর ইচ্ছানুযায়ী, অঙ্গীকার-প্রাপক অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো কিছু করিতে বা করা হইতে বিরত থাকিয়াছেন, অথবা কিছু করেন বা করা হইতে বিরত থাকেন, অথবা কোনো কিছু করিবার বা করা হইতে বিরত থাকিবার অঙ্গীকার করেন, তখন সেই কাজ, বিরতি বা অঙ্গীকারকে প্রথমোক্ত অঙ্গীকারের পণ বরা হয়। উক্ত আইনের ২৩ ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোনো সমঝোতার পণ বা উদ্দেশ্য বেআইনি হইলে তাহা বাতিল হইবে। উক্ত আইনের ২৫ ধারায় বলা হইয়াচে যে, কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতীত বিনা পণে উপনীত সমঝোতা বাতিল বলিয়া গণ্য হয়। ব্যতিক্রম হইতেছে কোনো নিকট আত্মীয়কে স্বাভাবিক প্রীতি ও ভালোবাসার জন্য লিখিত ও রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে কোনো কিছু দিতে অঙ্গীকার করিলে অথবা কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অঙ্গীকারকারীর জন্য কিছু করিয়া থাকিলে, তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ দিবার অঙ্গীকার করিলে বা অংগীকারকারীকে কোনো কিছু করিতে আইনত বাধ্য করিলে তাহা আইনত কার্যকর হয়। ২. ইংল্যান্ডে পণ-সম্পর্কিত মতবাদ চারটি প্রধান নীতির দ্বারা*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নিয়ন্ত্রিত। (১) পণ মূল্যবান হইতে হইবে। অর্থাৎ কার্য, নিবৃত্তি বা অঙ্গীকারের অর্থনৈতিক মূল্য থাকিতে হইবে। স্বাভাবিক প্রীতি ও ভালোবাসা বা নৈতিক দায়িত্বের মতো পন অঙ্গীকারকে কার্যকর করিবার জন্য যথেষ্ট নহে। (২) পণ পর্যাপ্ত হইবার প্রয়োজন নাই কিন্তু যথেষ্ট হইতে হইবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত নহে বলিতে বুঝায় যে, উহার দ্বারা যে-অঙ্গীকার খরিদ করা হইতেছে, বাস্তবসম্মত না হইলেও তাহার একটি অর্থনৈতিক মূল্য থাকিবে। যদি 'ক' তাঁহার ৫০,০০০ টাকা মূল্যের বাড়ি 'খ'-য়ের নিকট ৫০০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে 'খ' মূল্যবান পণ দিতেছেন যদিও তাহা যথেষ্ট নহে। অনেক সময়ে এক টাকা পণে বাণিজ্যিক চুক্তি করা হয়। যথষ্টে হওয়ার অর্থ, আইনত ইহা যথেষ্ট হইতে হইবে। কোনো ব্যক্তির দায়িত্ব পালন বা বর্তমান দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার আইনত পণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। (৩) পণের সূত্রপাত অঙ্গীকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা হইতে হইবে। এইরূপে যদি 'ক' অঙ্গীকার করেন যে, 'খ' 'গ'-কে চাকুরি দিবার বিনিময়ে তাঁহাকে ১০০০ টাকা দিবেন, তবে 'গ' 'খ'-য়ের অঙ্গীকার কার্যকর করিতে পারিবেন না, কারণ সে কোনো পণ দেয় নাই। (৪) পণ সম্পাদিত বা সম্পাদিতব্য হইতে পারে, তবে তাহা অবশ্যই অতীতের পণ হইবে না। একটি অঙ্গীকারের পরিবর্তে অপর একটি অঙ্গীকারকে (যেমন বিক্রয়ের চুক্তিতে হয়) সম্পাদিতব্য পণ বলা হয়। কোনো অঙ্গীকারের পরিবর্তে কোনো কার্য বা নিবৃত্তিকে (যেমন পুরস্কার লাভ করিবার জন্য খবর প্রদানের ক্ষেত্রে হয়) সম্পাদিত পণ বলা হয়। তবে কোনো সমাপ্ত কার্য বা বিৃত্তি কোনো পরবর্তী অঙ্গীকারের বেলায় অতীতের পণ মাত্র। উদাহরণস্বরূপ, 'ক' যদি অকারণে (বিনামূল্যে) 'খ'-কে খবর সরবরাহ করেন এবং পরে যদি 'খ' 'ক'-কে পুরস্কৃত করিতে অঙ্গীকার করেন, তখন তাহা অতীত পণ মাত্র, যাহা পণ বলিয়া গণ্য হয় না। *ধারা ১১৮ সহজ সরল পাঠে এটি স্পষ্ট যে, প্রত্যেকটি বিনিময়যোগ্য দলিল প্রতিদানের বিনিময় বা পণের বিনিময় (Consideration) প্রস্তুত বা আদিষ্ট হয়। তথা বিনিময় স্বরূপ প্রদত্ত হয়েছে ধরে নিতে হবে। চেক বিনিময় স্বরূপ প্রাপ্ত বিনিময়যোগ্য দলিল।"* **ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে**

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে গৃহীত চেক প্রতিদানের বিনিময়ে বা পণের বিনিময়ে কোন দলিল নয় তথা বিনিময়যোগ্য দলিল নয়।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্তৃক বিগত ইংরেজী ১০.১১.২০১০ তারিখের পত্রটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি
এনএসসি টাওয়ার (১২ তলা)
৬২/৩ পুরানা পল্টন
ঢাকা- ১০০০।

এমআরএ/সার্কুলার লেটার নং- রেগু-০৫ *তারিখঃ ২৬ কার্তিক ১৪১৭ বাংলা / ১০ নভেম্বর ২০১০ ইংরেজী*

সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান

প্রিয় মহোদয়,

ক্ষুদ্রঋণের সুদের হার (সার্ভিস চার্জ) নির্ধারণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে নীতিমালা প্রসঙ্গে।

ক্ষুদ্রঋণের সুদের হার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিপালনের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা জারি করছেঃ

১। ঋন প্রদানকালে ঋণগ্রহীতাদের নিকট থেকে ঋণের আবেদনপত্র, গ্রাহক ভর্তি ফি, পাসবই ইত্যাদি বাবদ সর্বোচ্চ ১৫/- (পনের) টাকার অতিরিক্ত আর কোন অর্থ আদায় করা যাবে না। ক্ষুদ্রঋণ যেহেতু জামানতবিহীন ঋণ, সে কারণে এক্ষেত্রে non-judicial stamp এ চুক্তি করার প্রয়োজনীয়তা রক্ষনীয় নয়, তবে শুধুমাত্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণের ক্ষেত্রে ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট অনুযায়ী ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকার non-judicial stamp এ অঙ্গীকারনামা নেয়া যেতে পারে।

২। ঋণ প্রদানের তারিখ হতে ঋণের প্রথম কিস্তি আদায়ের মধ্যে নূন্যতম বিরতিকাল হবে ১৫ দিন। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋনগ্রহীতাদের ব্যবসা/কাজের ধরণ অনুযায়ী দীর্ঘতর বিবরতিকার স্থির করতে পারবে।

৩। সাধারণ ঋণের (১ বছরের জন্য প্রদত্ত ঋণ) নূন্যতম কিস্তি সংখ্যা হবে ৫০ সপ্তাহ। কিস্তি প্রদানকালীন সময়ে কোন সরকারী ছুটি পড়লে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা পরবর্তী কিস্তি প্রদানের দিনে একই সাথে পূর্বের বকেয়া কিস্তিসহ সকল প্রদেয় কিস্তি পরিশোধ করবেন।

৪। ঋণ প্রদানকালে ঋণের অর্থ হতে কোনরূপ বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, বীমা বা

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

অন্যরূপ অর্থ কর্তন/আদায় করা যাবে না।

৫। সাপ্তাহিকভিত্তিতে আদায়কৃত বাধ্যতামূলক সঞ্চয় এর উপর ন্যূনতম ৬% হারে সুদ প্রদান করতে হবে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান আমানতের উপর প্রদেয় সুদের হার পূর্বেই ঘোষণা করবে এবং ঘোষিত হারের চেয়ে কম হারে সুদ প্রদান করবে না।

৬। সুদের হার ঋণগ্রহীতাদের ক্রমহ্রাসমান ঋণস্থিতির ভিত্তিতে (Declining Balande Method) হিসাব করতে হবে। এরূপভাবে হিসাবকৃত হার সকলের অবগতির জন্য ঘোষণা করতে হবে।

৭। প্রাথমিকভাবে ক্ষুদ্রঋণের সুদের সর্বোচ্চ হার ২৭% নির্ধারণ করা হলো, যা প্রতিষ্ঠানসমূহ দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার বিষয়ে সচেষ্ট থাকবে।

৮। কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের ক্ষুদ্রঋণের সুদের সর্বোচ্চ হার ও মোট তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) এর উপর ভিত্তি করে নিম্নরূপ কয়েকটি ভাগে ভাগ করবে এবং তা সকলের অবগতির জন্যে প্রকাশ করবে:-

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	*বিবেচ্য বিষয়*
ক- টাইপ	*আরোপিত সুদের হার তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) অপেক্ষা সর্বোচ্চ ১০% বেশী।*
খ- টাইপ	*আরোপিত সুদের হার তহবিল ব্যয় অপেক্ষা ১০% এর উর্দ্ধে তবে সর্বোচ্চ ১৫%।*
গ- টাইপ	*আরোপিত সুদের হার তহবিল ব্যয় অপেক্ষা ১৫% এর বেশী।*

সুদের হার হ্রাসের উদ্দেশ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান দক্ষতার সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সে সকল প্রতিষ্ঠানকে অথরিটি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার প্রনোদনা প্রদান করা হবে।

৯। প্রত্যেক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট বেতন স্কেল থাকবে, এবং তা কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবে।

উপরোক্ত নির্দেশসমূহ এখন থেকে কার্যকর করা যেতে পারে; তবে এই সকল নির্দেশনা ৩০ শে জুন ২০১১ ইং এর মধ্যে সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বা/- অস্পষ্ট
(মোঃ সাজ্জাদ হোসেন)
পরিচালক
ফোনঃ ৯৫৫৯৬১৬

বাংলাদেশ গেজেট

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ১৬, ২০০৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১লা শ্রাবণ, ১৪১৩/১৬ই জুলাই, ২০০৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১লা শ্রাবণ, ১৪১৩ মোতাবেক ১৬ই জুলাই, ২০০৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ-

২০০৬ সনের ৩২ নং আইন

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণার্থ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের দক্ষ নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্র্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণার্থ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের দক্ষ নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন- *(১) এই আইন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।*

(২) সমগ্র বাংলাদেশে এই আইনের প্রয়োগ হইবে।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা- *বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-*

(১) "অর্থায়নকারী সংস্থা" অর্থ কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে ঋণ বা অনুদান প্রদানকারী সরকারী বা বেসরকারী দেশী বা বিদেশী সংস্থা;

(২) "আমানত" অর্থ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সদস্য বা গ্রাহক কর্তৃক রক্ষিত কোন জমা যাহা দাবীর ভিত্তিতে বা অন্যভাবে পরিশোধযোগ্য;

(৩) "আমানতকারী" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যাহার নামে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান আমানত গ্রহণ ও ধারণ করে;

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(৪) "এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান" অর্থ ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান; *(৫) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি;* *(৬) "গঠনতন্ত্র" অর্থ কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের গঠন, উহার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিচালনা সংক্রান্ত মূল দলিল, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;* *(৭) "গ্রাহক" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হইতে সেবা গ্রহণ করেন;* *(৮) "চেয়ারম্যান" অর্থ পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান;* *(৯) "তহবিল" অর্থ ধারা ১২ এর অধীন গঠিত কর্তৃপক্ষের তহবিল;* *(১০) "দরিদ্র" অর্থ ভূমিহীন বা বিত্তহীন এমন কোন ব্যক্তি এবং নির্ধারিত কোন ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;* *(১১) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;* *(১২) "পরিচালনা পর্ষদ" অর্থ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ;* *(১৩) "পরিচালনা বোর্ড" অর্থ কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বোর্ড;* *(১৪) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);* *(১৫) "বিত্তহীন" অর্থ যাহার দৈনিক আয় নির্ধারিত দৈনিক আয়ের বেশী নহে বা যাহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বাজার মূল্য নির্ধারিত পরিমাণ জমির প্রচলিত বাজার মূল্যের কম;* *(১৬) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;* *(১৭) "ভূমিহীন" অর্থ যাহার আবাদযোগ্য মোট জমির পরিমাণ নির্ধারিত পরিমাণের কম;* *(১৮) "সদস্য" অর্থ পরিচালনা বোর্ডের সদস্য;* *(১৯) "সনদ" অর্থ ধারা ১৫ এর অধীন প্রদত্ত সনদ;* *(২০) "সার্ভিস চার্জ" অর্থ কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে উহার ঋণগ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত নির্দিষ্ট মেয়াদের ঋণের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয় পূর্ব নির্ধারিত হারের আর্থিক বিনিময় মূল্য;* *(২১) "ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান" অর্থ এই আইনের অধীন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সনদপ্রাপ্ত*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, যাহা-

(ক) The Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860);

(খ) The Trust Act, 1882 (Act No. II of 1882);

(গ) The Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance, 1961 (Ordinance No. XLVI of 1961);

(ঘ) সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন); বা

(ঙ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন);

এর অধীন নিবন্ধিত কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান;

(২২) "ক্ষুদ্রঋণ" অর্থ এই আইনের অধীন সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা।

৩। আইনের প্রাধান্য।- *আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।*

দ্বিতীয় অধ্যায়

কতৃর্পক্ষ প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি

৪। কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি।- *(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবে।*

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার, চুক্তি সম্পাদন ও অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবার ক্ষমতা ও উদ্যোগ গ্রহণের অধিকার এই কর্তৃপক্ষের থাকিবে, এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

সাধারণ পরিচালনা

৫। কর্তৃপক্ষের বিষয়াদি ও কার্যাবলীর সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

৬। পরিচালনা বোর্ডের গঠন, ইত্যাদি।- *(১) কর্তৃপক্ষের*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

একটি পরিচালনা বোর্ড থাকিবে, যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর, পদাধিকারবলে, যিনি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ৬ (ছয়) জন সরকারী কর্মকর্তা বা ব্যক্তি;

(গ) এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান, পদাধিকারবলে, যিনি পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) মনোনীত সদস্যগণ তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে সাধারণভাবে তিন বত্সর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সদস্যের পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হইয়া কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সরকারী কর্মকর্তা ব্যতীত যে কোন মনোনীত সদস্য চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) পরিচালনা বোর্ড গঠনে কোন শূন্যতা রহিয়াছে শুধুমাত্র এই কারণে পরিচালনা বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা বেআইনী হইবে না বা তত্সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

***৭। কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি** ।- কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে, তবে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের অন্য যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।*

***৮। সভা।-** (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, পরিচালনা বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।*

(২) চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শক্রমে পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব পরিচালনা বোর্ডের সভা আহ্বান করিবেন।

(৩) পরিচালনা বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) সভা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়সমূহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

***৯। কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী**।- কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-*

(ক) দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র বিমোচন ও তাহাদের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সনদ প্রদান ও বাতিলকরণ;

(খ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলার তথ্য সংরক্ষণ, নিরীক্ষণ, বিশ্লেষণ বা সরেজমিনে তদারকিকরণ;

(গ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান একীভূতকরণ;

(ঘ) অর্থায়নকারী সংস্থার অনুরোধে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) অর্থায়নকারী সংস্থা কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি প্রেরণ;

(চ) নীতিমালা প্রণয়ন;

(ছ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের জন্য যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ।

১০। এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান।- *(১) কর্তৃপক্ষের একজন এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান থাকিবেন, যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন হইবেন।*

(২) এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যানের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি পরিচালনা বোর্ডের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং পরিচালনা বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক কর্তৃপক্ষের অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবেন।

১১। কর্মকর্তা-কর্মচারী, ইত্যাদি।- *কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা, উপদেষ্টা, বিশেষজ্ঞ এবং কোন কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক স্থিরিকৃত হইবে।*

তৃতীয় অধ্যায়

কর্তৃপক্ষের আর্থিক বিষয়াদি, ইত্যাদি

১২। কর্তৃপক্ষের তহবিল।- *(১) কর্তৃপক্ষের একটি তহবিল থাকিবে, এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে-*

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সনদ ফিস;

(গ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত জরিমানালব্ধ অর্থ;

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

(ঘ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্য কোন উত্স হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ঙ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রদেয় নির্ধারিত বাত্সরিক ফিস;

(চ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোন বিদেশী সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান।

(২) পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে তহবিলের সকল অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে কর্তৃপক্ষের নামে রাখা হইবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালনা করা হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন সম্পাদিতব্য কার্যাবলীর এবং কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য সাধন ও উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহের জন্য উক্ত তহবিলের অর্থ ব্যবহৃত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তহবিলের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের নিয়মনীতি ও বিধি-বিধান, যদি থাকে, অনুসরণ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যাঃ- *"তফসিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P. O. No. 127 of 1972) এর Article 2(J) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।*

১৩। বার্ষিক বাজেট বিবরণী।- *কর্তৃপক্ষ প্রতি অর্থ বত্সর সমাপ্ত হইবার পূর্বে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী বত্সরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত বত্সরে সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে ইহার উল্লেখ থাকিবে।*

১৪। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা ।- *(১) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।*

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বত্সর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবে এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সনদ, ইত্যাদি

১৫। সনদ, ইত্যাদি ।- *(১) কর্তৃপক্ষের সনদ ব্যতীত কোন*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না। *(২) এই আইন বলবত্ হইবার পূর্বে কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় নিযুক্ত থাকিলে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে এই আইন বলবত্ হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ধারা ১৬ এর বিধান অনুসারে কর্তৃপক্ষের নিকট সনদের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে।* *(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (২) এর অধীন দালিখকৃত আবেদনপত্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুর বা নামঞ্জুর হওয়া পর্যন্ত আবেদনকারী তাহার কার্যক্রম অব্যাহত রাখিতে পারিবে।* ***১৬। সনদ ইস্যুকরণ পদ্ধতি।-*** *(১) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে।* *(২) এই ধারার অধীন সনদ ইস্যুকরণ বা নবায়নের জন্য আবেদনকারীকে নির্ধারিত ফিস প্রদান করিতে হইবে।* *(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রের সাথে দাখিলীয় সকল তথ্যাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হইবে এবং নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে আবেদনকারী বরাবরে নির্ধারিত ফরমে সনদ ইস্যু করিবে।* *(৪) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন আবেদনকারীর আবেদন যথাযথ বিবেচিত না হইলে আবেদনকারীকে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া আবেদনটি নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে নামঞ্জুর করিতে হইবে এবং উক্ত সিদ্ধান্তের যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক উহা আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।* *(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন সনদ সংক্রান্ত আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত হইবার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ আবেদনের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।* ***১৭। সনদের শর্ত, ইত্যাদি।-*** *(১) এই আইনের অধীন মঞ্জুরীকৃত সনদের শর্ত ও অধিক্ষেত্র, সনদ বাতিল বা সাময়িক স্থগিতকরণ, প্রত্যর্পণ এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মূলধনের পর্যাপ্ততা, উপার্জনের সম্ভাব্যতাসহ আনুষঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(২) কোন সনদ বা উহার অধীন অর্জিত স্বত্ব, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, হস্তান্তরযোগ্য হইবে না এবং এইরূপ হস্তান্তর ফলবলবিহীন(void) হইবে। *(৩) ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন সনদ ইস্যু করার সময় কর্তৃপক্ষ এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ যে কোন শর্ত সংশ্লিষ্ট সনদে উল্লেখ করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত শর্ত যে কোন সময় পরিবর্তন করিতে পারিবে।* *(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন শর্ত পরিবর্তন করা হইলে সনদপ্রাপ্ত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান উহা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।* ***১৮। সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাত্সরিক ফিস প্রদান।-*** *এই আইনের অধীন সনদপ্রাপ্ত প্রতিটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত বাত্সরিক ফিস বা অন্য কোন ফি কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রদান করিতে হইবে।* ***পঞ্চম অধ্যায়*** ***ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়াদি*** ***১৯। আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিল।-*** *(১) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের আমানতকারীর আমানত হেফাজত ও নিরাপদ করিবার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিল নামে একটি তহবিল গঠন ও সংরক্ষণ করিবে।* *(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত তহবিল নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষিত ও পরিচালিত হইবে।* ***২০। প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন।-*** *কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে উহার গঠনতন্ত্রের কোন পরিবর্তন, সংশোধন, পরিবর্ধন বা উহা বাতিল করিতে পারিবে না।* ***২১। প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ।-*** *(১) কর্তৃপক্ষ সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও উহার স্থানীয় অধিক্ষেত্র এলাকা সম্বলিত তালিকা প্রকাশ করিবে।* *(২) প্রতি অর্থ বত্সর সমাপ্তির পরবর্তী ২ (দুই) মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীন সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের নিকট সরবরাহ করিবে।* *(৩) এই আইনের অধীন সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সনদ স্থগিত বা বাতিল হওয়া সম্পর্কিত তথ্যাদি কর্তৃপক্ষ জাতীয় বা, প্রয়োজনে, স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবে।* ***২২। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের হিসাব ও বাজেট।-*** *(১) প্রত্যেক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে।*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(২) প্রত্যেক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান প্রতি অর্থ বত্সর শেষ হইবার পূর্বে পরবর্তী বত্সরের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার বার্ষিক হিসাব বিবরণী বা বাজেট প্রণয়ন করিবে এবং উহার বার্ষিক লাভ-লোকসান হিসাব ও ব্যালেন্স শীট প্রস্তুত করিবে এবং উহাদের একটি কপি কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে। *(৩) প্রত্যেক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান উহার হিসাব রক্ষণ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করিবে।* *[(৪) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর ধারা ২(৮) এ সংজ্ঞায়িত "জনস্বার্থ সংস্থা" হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হইবে উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর বিধান অনুযায়ী প্রণীত ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস এবং অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস অনুসরণে প্রস্ত্ততকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা।* *(৫) উক্ত কর্তৃপক্ষ কোন বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করিবেন না, যদি না উহা কোন তালিকাভুক্ত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ উপস্থাপিত হয়।]* ***২৩। অর্থায়নকারী সংস্থার স্বার্থ সংরক্ষণ।-*** *সনদপ্রাপ্ত প্রত্যেক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান উহার অর্থায়নকারী সংস্থার স্বার্থ সংরক্ষণার্থ-* *(ক) অর্থায়নকারী সংস্থা হইতে গৃহীত ঋণ বা অনুদান অঙ্গীকারাবদ্ধ খাত ও উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন খাত বা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবে না;* *(খ) অর্থায়নকারী সংস্থার চাহিদা মোতাবেক-* *(অ) তত্কর্তৃক নির্ধারিত ছক ও সময়ে উহার নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে;* *(আ) প্রদত্ত ঋণ বা অনুদান সংশ্লিষ্ট যে কোন কার্যক্রম, এলাকা পরিদর্শন এবং রেকর্ড বা দলিলপত্র পরীক্ষা করার বিষয়ে সহযোগিতা করিবে।* ***২৪। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও কার্যাদি।-*** *(১) প্রতিটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হইবে এই আইনের অধীন প্রদত্ত সনদের শর্তের অধীন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান করা।* *(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরি-উক্ত বিধানের সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথাঃ-* *(ক) দরিদ্র জনসাধারণকে স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী করিবার*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করা;

(খ) দরিদ্র জনসাধারণকে বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক কাজ-কর্ম পরিচালনার জন্য পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা;

(গ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করা;

(ঘ) ঋণ প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাংকে হিসাব খোলা;

(ঙ) তহবিল গঠনের জন্য ব্যাংক বা অন্য কোন উত্স হইতে ঋণ বা অনুদান গ্রহণ করা;

(চ) উদ্বৃত্ত তহবিল, যদি থাকে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা;

(ছ) প্রদত্ত ঋণ সেবার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করা;

(জ) ঋণগ্রহীতা ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য বিভন্ন প্রকার বীমা সার্ভিস এবং অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নমুখী ঋণ সহায়তা প্রদান করা।

(৩) কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এই ধারার বিধান ও উহার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কোন কার্যক্রম গ্রহণ, লেন-দেন, শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে বা অন্য কোন প্রকার সেবা প্রদান করিতে পারিবে না।

২৫। দেউলিয়া সংক্রান্ত বিধান।- *কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সালের ১০নং আইন) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।*

২৬। অবসায়ন।- *হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃপক্ষের দরখাস্তের ভিত্তিতে কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান অবসায়নের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যদি-*

(ক) উক্ত প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হয়;

(খ) উক্ত প্রতিষ্ঠান উহার দায় পরিশোধ করিতে অক্ষম হয়;

(গ) উক্ত প্রতিষ্ঠান এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করিবার অপরাধে দন্ডপ্রাপ্ত হয়।

২৭। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সদস্য, ইত্যাদি।- *(১) প্রত্যেক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন, তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। *(৩) কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের বেতনভোগী কর্মকর্তা বা কর্মচারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদ বা পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হইতে পারিবেন না।* ***২৮। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইত্যাদির অযোগ্যতা।-*** *(১) দেউলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন বা কোন সময় দেউলিয়া ছিলেন বা নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধ বা দুর্নীতি বা তহবিল তসরুপের কারণে তিনি কোন ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দন্ডিত হইয়ছেন অথবা কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্তরূপ কোন কারণে তাহাকে দায়িত্ব হইতে অপসারণ করা হইয়াছে এমন কোন ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য, বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বা প্রধান অর্থ কর্মকর্তা নির্বাচিত বা নিযুক্ত হইতে বা থাকিতে পারিবেন না।* *(২) এই আইনের অধীন বন্ধ ঘোষিত বা অবসায়িত কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা উহার ব্যবস্থাপনার সহিত সরাসরিভাবে জড়িত অন্য কোন ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, অন্য কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা উহার ব্যবস্থাপনার সহিত সরাসরিভাবে জড়িত হইবার মত কোন পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।* *(৩) কোন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে বেতনভোগী কর্মকর্তা থাকিতে পারিবেন না।* ***২৯। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইত্যাদির অপসারণ।-*** *(১) কর্তৃপক্ষের যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য বা উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক ও আমানতকারীর জন্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ রোধকল্পে বা উহার যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বা জনস্বার্থে অপসারণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষের যে কোন সময়, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, আদেশ দ্বারা উক্ত চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।* *(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ প্রদানের পূর্বে যাহার বিরুদ্ধে উক্ত আদেশ প্রদান করা হইবে তাহাকে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৩০। সংরক্ষিত তহবিল।- *(১) প্রত্যেক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের একটি সংরক্ষিত তহবিল থাকিবে এবং উক্ত তহবিল নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।* *(২) কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে সংরক্ষিত তহবিল হইতে কোন অর্থ ব্যয় করা যাইবে না।* ***৩১। লভ্যাংশ প্রদান।-*** *(১) কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন লভ্যাংশ প্রদান করিতে পারিবে না।* *(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর মওকুফ বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্য কোন আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কোন লভ্যাংশ বিতরণ করিতে পারিবে না।* ***৩২। আমানত গ্রহণ।-*** *(১) কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান উহার কোন সদস্য ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন আমানত গ্রহণ করিতে পারিবে না।* *(২) উক্তরূপ কোন সদস্যের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিলে উক্ত সদস্যকে তাৎক্ষণিকভাবে আমানত গ্রহণের প্রমাণস্বরূপ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাহাকে প্রদত্ত পাশ বহিতে, যদি থাকে, যথাযথ এন্ট্রি প্রদানসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রশিদ প্রদান করিবে।* *(৩) কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত খাত ব্যতীত অন্য কোন খাতে আমানত ব্যবহার বা বিনিয়োগ করিতে পারিবে না।* *(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন ব্যক্তিস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন খাতে আমানত বিনিয়োগ করার কোন অনুমোদন প্রদান করা যাইবে না।* ***৩৩। চার্জ ও অগ্রাধিকার।-*** *যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হইতে সেবা গ্রহণের জন্য উহার বরাবরে তাহার কোন সম্পত্তির চার্জ সৃষ্টি করা হয়, সেক্ষেত্রে উক্তরূপ চার্জ রেজিস্ট্রি করিবার তারিখ হইতে তৎকর্তৃক অন্য কোন ব্যক্তির বরাবরে একই সম্পত্তির উপর সৃষ্ট অন্য সকল চার্জের উপর উক্ত প্রতিষ্ঠানের বরাবরে সৃষ্ট চার্জ অগ্রাধিকার পাইবে।* ***৩৪। বহুবিধ ব্যবসার উদ্দেশ্যে গঠিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।-*** *এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিভিন্নমুখী দারিদ্র বিমোচন তৎপরতা ও তৎসমর্থনে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে এই আইনের অধীন সনদ গ্রহণ করিতে হইবে।* ***ষষ্ঠ অধ্যায়*** ***অপরাধ, দন্ড, ইত্যাদি***

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৩৫। কতিপয় অপরাধের শাস্তি।- *(১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত নিম্নবর্ণিত কোন কার্য এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে-* *(ক) এই আইনের অধীন সনদপ্রাপ্ত না হইয়া ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করিলে বা অনুরূপ কার্যক্রম অব্যাহত রাখিলে; বা* *(খ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল হইয়া যাইবার পরেও উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিলে; বা* *(গ) সনদ প্রাপ্তির জন্য পেশকৃত আবেদনে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করিলে; বা* *(ঘ) সনদে উল্লিখিত কোন শর্ত পালনে ব্যর্থ হইলে; বা* *(ঙ) এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিলে; বা* *(চ) এই আইন বা বিধির অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ অমান্য করিলে; বা* *(ছ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে; বা* *(জ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিলে।* *(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অনধিক ১ (এক) বত্সর কারাদন্ডে, বা অনধিক ৫ (পাচঁ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে, বা উভয় দন্ডে, দন্ডনীয় হইবেন।* ***৩৬। অসহযোগিতার জন্য প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ।-*** *এই আইনের অধীন কোন পরিদর্শন, তদন্ত বা নিরীক্ষাকালে কোন ক্ষুদ্্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিদর্শক, তদন্তকারী বা নিরীক্ষকের চাহিদা মোতাবেক কোন হিসাব বহি, হিসাব বা দলিল-দস্তাবেজ বা তথ্য সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে বা জিজ্ঞাসাবাদে বাধা দিলে বা অসত্য সাক্ষ্য দিলে, কর্তৃপক্ষ, এই আইনের অধীন অন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া তাহাকে, যুক্তিসংগত কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান করিয়া, এককালীন অনধিক ১ (এক) মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রশাসনিক জরিমানা করিতে পারিবে, যাহা তাহার বেতন হইতে কর্তন করিয়া আদায় করা যাইবে।* ***৩৭। প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের ক্ষমতা।-*** *(১) কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করিলে বা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করিলে বা এই আইনের যে সকল বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপনীয় সেই সকল ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত লঙ্ঘন বা কৃত অপরাধের জন্য ফৌজদারী মামলা দায়ের না করিয়া উক্ত লঙ্ঘন বা অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। *(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট লঙ্ঘনকারী বা অপরাধীকে এই মর্মে নোটিশ দিবে যে, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর তাহার দোষ স্বীকার করিয়া নোটিশে নির্ধারিত প্রশাসনিক জরিমানা উহাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদানের মাধ্যমে দায়মুক্ত হইতে পারেন এবং এই বিষয়ে তাহার কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে উপস্থাপন করিতে পারিবেন।* *(৩) এই ধারার অধীন নোটিশ প্রদান পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।* *(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন নোটিশ জারীর পর নোটিশে উল্লিখিত লঙ্ঘন বা অপরাধের বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত লঙ্ঘন বা অপরাধ স্বীকার করিয়া নোটিশে উল্লিখিত সম্পূর্ণ প্রশাসনিক জরিমানা জমা দিতে পারিবেন বা উক্ত জরিমানা কমানোর জন্য আবেদন করিতে পারিবেন বা অভিযোগ অস্বীকার করিয়া উহার সমর্থনে লিখিত জবাব ও প্রয়োজনীয় দলিল বা তথ্য দাখিল করিয়া উক্ত জরিমানার দায় হইতে অব্যাহতির আবেদন করিতে পারিবেন।* *(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন আবেদন করা হইলে কর্তৃপক্ষ উহা বিবেচনাক্রমে তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক অবিলম্বে আবেদনকারীকে উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয় অবহিত করিবে।* *(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।* *(৭) কোন লঙ্ঘনকারী বা অপরাধী এই ধারার অধীন তাহার উপর আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা উহা আরোপের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জমা দিলে বা নোটিশের প্রেক্ষিতে হাজির না হইলে উহা এই আইনের অধীন একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।* ***৩৮। প্রশাসনিক জরিমানা ও অর্থদন্ডের নিষ্পত্তি।-*** *এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন আদায়কৃত জরিমানা তহবিলে জমা হইবে।* ***৩৯। সন্দেহজনক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে তদন্ত।-*** *কর্তৃপক্ষের নিকট যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে,*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘনক্রমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ বা তত্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা- *(ক) উক্ত ব্যক্তির দখলে, জিম্মায় বা নিয়ন্ত্রণে আছে এমন কোন তথ্য, দলিল, নথিপত্র, বহি, হিসাব ও রেকর্ডপত্র উহার নিকট এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দাখিল করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং* *(খ) উক্ত কার্যক্রম পরিচালিত হইতেছে এমন যে কোন অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া তল্লাশী করিতে বা সংশ্লিষ্ট দলিল, নথিপত্র, বহি, হিসাব ও রেকর্ডপত্র আটক করিতে পারিবে।* ***৪০। কোম্পানী, ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।-*** *কোন কোম্পানী বা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানীর বা প্রতিষ্ঠানের এমন প্রত্যেক পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।* ***ব্যাখ্যা।-*** *এই ধারায়-* *(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সংঘ এবং সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত; এবং* *(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" বলিতে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।* ***৪১। অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ।-*** *কর্তৃপক্ষ বা তত্কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উহার কোন কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না।* ***৪২। অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা।-*** *এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable) ও জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।* ***৪৩। ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ।-*** *এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ

৪৪। দায় পরিশোধে অক্ষম প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গৃহীতব্য ব্যবস্থা।- *(১) যদি কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের এই মর্মে সন্দেহ করিবার কারণ থাকে যে, উহা উহার গ্রাহকদের দায় মিটাইতে অসমর্থ হইতে পারে বা উহা এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে যাহার ফলে উহার গ্রাহকের পাওনা পরিশোধ স্থগিত করিতে উহা বাধ্য হইতে পারে, তাহা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠান বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।*

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন বিষয় সম্পর্কে অবহিত হইবার পর কর্তৃপক্ষ উদ্ভূত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ প্রদান করিবে এবং এইরূপে প্রদত্ত নির্দেশ প্রতিপালনে উক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান বাধ্য থাকিবে।

৪৫। সরকারের নিকট প্রতিবেদন প্রদান।- *প্রতি ইংরেজী বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ তৎকর্তৃক উক্ত বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, উহা জাতীয় সংসদে উত্থাপনের ব্যবস্থা করিবে।*

৪৬। সরল বিশ্বাসে কৃতকর্ম রক্ষণ।- *এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনকালে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য কর্তৃপক্ষ বা চেয়ারম্যান বা সদস্য বা উহার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।*

৪৭। ক্ষমতার্পণ।- *কর্তৃপক্ষ এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন উহার কোন ক্ষমতা, লিখিত আদেশ দ্বারা এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান বা উহার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবে।*

৪৮। আদেশ, সার্কুলার, ইত্যাদি জারীর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি।- *এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন কোন আদেশ, নির্দেশ, সার্কুলার বা অন্য কোন আইনগত দলিল প্রণয়ন ও জারীর ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের জন্য জারীকৃত আদেশ, নির্দেশ, সার্কুলার বা অন্য কোন আইনগত দলিল অনুসরণ করিবে।*

৪৯। জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা।- *এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, এই*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আইনের অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদান করতঃ কর্তৃপক্ষের করণীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেঃ *তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন কার্যকর হইবার ২ (দুই) বত্সর পর এই ধারার অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।* ***৫০। কতিপয় বিষয়ে বিধি প্রণয়ন।-*** *(১) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এর স্থাবর সম্পত্তি অর্জন, গৃহীতব্য ও প্রদেয় ঋণের পরিমাণ, ঋণ পরিশোধের সময়সীমা, ঋণের বিপরীতে সঞ্চিতি সংরক্ষণ ও অবলোপন, সরবরাহকৃত তথ্যের গোপনীয়তা, নথিপত্র স্থানান্তর, আমানত-কারীদের নিরাপত্তা তহবিল,* ***অনাদায়ী ঋণ,*** *সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব, যৌথ অর্থায়ন, সেবার মান ও তত্সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।* *(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত বিধিতে কারাদন্ড, অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ডের বিধান করা যাইবে, তবে কারাদন্ডের মেয়াদ ও অর্থদন্ডের পরিমাণ এই আইনে উল্লিখিত কারাদন্ডের মেয়াদ ও অর্থদন্ড আরোপের পরিমাণের অতিরিক্ত হইবে না।* ***৫১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা*** *।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।* *(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ বিধিতে যে সব বিষয়ে বিধি প্রণয়নের জন্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে সে সব বিষয় ছাড়াও নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথাঃ-* *(ক) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত তহবিল ও পরিচালনার শর্ত;* *(খ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী;* *(গ) স্বল্প মূলধনী ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বিনিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলী;* *(ঘ) তহবিলের অর্থ আয় বিধায়ক প্রকল্পে বিনিয়োগ;* *(ঙ) প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের আয়ের কোন অংশ খরচের শর্তাবলী;* *(চ) সনদের এলাকায় কাজ-কর্ম পরিচালনা;* *(ছ) অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

নীতিমালা ও মানদন্ড;

(জ) নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ;

(ঝ) দাখিলতব্য বিবরণী, রিপোর্ট, রিটার্ণ ও প্রতিবেদন;

(ঞ) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সীমারেখা;

(ট) দক্ষ ও স্বচ্ছ কাজ-কর্ম ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি;

(ঠ) খরচের খাত নিয়ন্ত্রণ;

(ড) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের অধিকার ও দায়িত্ব;

(ঢ) আমানত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(ণ) অর্জিত মুনাফার ব্যবহার;

(ত) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীর যোগ্যতা, নিয়োগ ও তাহাদের বেতন-ভাতা;

(থ) প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে প্রভিশনিং বা সঞ্চিতি সংরক্ষণ এবং অবলোপন; এবং

(দ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিদর্শন, তদন্ত ও নিরীক্ষা।

(৩) এই ধারার অধীন বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উহার কার্যাদি পরিচালনা করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোন আদেশ, উহা জারীর তারিখ হইতে ২ (দুই) বত্সর মেয়াদে বলবত্ থাকিবে।

৫২। আইনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ।- *এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবেঃ*

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

এ টি এম আতাউর রহমান
সচিব

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ দরিদ্র জনসাধারনকে স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী করার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা প্রদান করা এবং আইনের অধীন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৫০-এ বলা হয়েছে যে, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের "অনাদায়ী ঋণ" বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে। কিন্তু অদ্য পর্যন্ত কোন বিধি "অনাদায়ী ঋণ" বিষয়ে প্রণয়ন করা হয়নি। **ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যেহেতু "অনাদায়ী ঋণ" আদায়ের কোন বিধি প্রণয়ন করা হয় নাই, সেহেতু ব্রাক মাইক্রো ফাইন্যান্স, চিলাহাটি, ডোমার, নীলফামারী কর্তৃক "অনাদায়ী ঋণ" এর বিপরীতে গৃহীত চেক ব্যবহার করে অত্র মোকদ্দমা দায়ের বেআইনী।** অতএব, আদেশ হয় অত্র ফৌজদারী আপীলটি কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রদান পূর্বক মঞ্জুর করা হল। বিজ্ঞ দায়রা জজ, নীলফামাররী কর্তৃক দায়রা মামলা নং ০৫/২০১৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৮.১১.২০১৪ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল ঘোষনা করা হল। অত্র রায় ও আদেশের কপি প্রাপ্তির ১০(দশ) দিনের মধ্যে আপীলকারী কর্তৃক আদালতে জমাকৃত চেকে বর্ণিত টাকার ৫০% অত্র আপীলকারীকে প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। **<u>নির্দেশনা-১</u>** **মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৫০ অনুযায়ী "অনাদায়ী ঋণ" আদায়ের বিধি প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর (পদাধিকারবলে মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান)কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।** **<u>নির্দেশনা-২</u>** **<u>বাংলাদেশের সকল অধঃস্তন আদালতকে এ মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে যে,</u>** **১। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে জামানত স্বরূপ গৃহীত চেক দ্বারা দায়েরকৃত চেকের মামলা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করবে।** **২। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দায়েরকৃত চলমান সকল চেকের মামলার কার্যক্রম অবৈধ ও বেআইনী বিধায় বাতিল করা হলো।**

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর, যিনি পদাধিকারবলে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অবগতি ও পর্যালোচনার জন্য অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি অধঃস্তন আদালতের সকল বিচারককে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি দ্রুত প্রেরণ করা হউক।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।